International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VIII, Issue-VI, November 2022, Page No.12-18
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v8.i6.2022.12-18

শ্রী নারায়ণ গুরুর দৈব দশকম: একটি দার্শনিক সমীক্ষা

বাপী মজুমদার
সহকারী শিক্ষক, ধাত্রীগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়, উচ্চ মাধ্যমিক, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
Human life is miserable - it is an indisputable issue. According to Vedanta, this sorrow actually arises from delusion. This delusion is the delusion of not being able to distinguish the Asat or unreality from the Sat or reality. It is a delusion to be fascinated by the diversity of the phenomenon without knowing its true nature. This delusion does not allow man to attain to the one and only Absolute Being within diversity. The more he moves away from the Absolute Being, the more his sorrow grows. When a person is drowning in grief, he wants to get rid of this grief, his heart longs for the help of someone who will help him to cross this sea of grief.The grieving man cries out to the Savior with all his heart. This call is the main theme of the philosophical hymn of Shri Narayan Guru called Daiva Dashakam. Gurudev, through his short philosophical poignant poems and hymns, has conveyed the longing of the human mind from time immemorial. He has shown here that the Absolute Being is the Lord of all, He is the Lord of all things. Sachchidanandasvarupa Paramatma removes the veil of diversity and puts an end to all our sorrows. By His grace we can feel the oneness of the universe. In the end, we are all immersed in that omnipotence. The 'Daiva Dashakam' written by Shri Narayan Guru is a philosophical manifestation of this eternal longing of human beings past the country, time, religion and caste.

Keywords: Absolute Being, Conscious, World, Sorrow, Prayer.

জীবনকে আমরা বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করতে পারি। এদের মধ্যে প্রধান প্রধান দৃষ্টিভঙ্গি হলো দার্শনিক, ধার্মিক এবং বৈজ্ঞানিক। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার-বিশ্লেষণ তথা যুক্তিতর্ককে প্রাধান্য দেওয়া হয়; দার্শনিকরা হলেন এই মার্গের অনুসরণকারী। ধার্মিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ভাবাত্মক অনুভূতিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়; ভক্তরা এই মার্গ অনুসরণ করে থাকেন, আর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বস্তুনিষ্ঠ অংশকে তথা প্রয়োগকে (পরীক্ষা- নিরীক্ষাকে) প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে এবং বিজ্ঞানীরা এই পন্থা অনুসরণ করে থাকেন। শ্রী নারায়ণ গুরু বিরচিত দৈবদশকম্ রচনাটিকে উক্ত তিনটি মার্গের যে কোনো একটির অন্তর্গত করা বেশ মুস্কিলের বিষয়। কেননা এটিতে মানুষের ভাবাত্মক অনুভূতিকে প্রাধান্য দেওয়া হলেও দার্শনিক বিচার-বিশ্লেষণের গভীরতাও এখানে ব্যাপক মাত্রায় উপস্থিত রয়েছে। তিনি দার্শনিকের দৃষ্টি থেকে মানুষের

ভাবনাকে বা অনুভূতিকে তুলে ধরেছেন দৈবদশকম্ নামক রচনায়। রচনার শুরুতে তিনি দ্বৈত দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখ করে অন্তিমে আমাদের এক অদ্বৈত পরমাত্মায় উপনীত করেন।

কবিতাটি রচনা করেছেন গুরুদেব ভার্কলার শিবগিরি মঠে অবস্থান করার সময়ে। ভার্কলার শিবগিরি মঠে অনাথ শিশুরা থেকে পড়াশোনা করত। সেখানে প্রত্যহ সন্ধ্যা বেলায় প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হতো। শিশুদের প্রত্যহ সন্ধ্যায় প্রার্থনা করার উদ্দেশ্যে এই স্তোত্রটি রচনা করেন। এই স্তোত্রটি আনুমানিক ১৯১৪ সালে রচিত হয়েছে। এটি মালায়ালাম ভাষায় এবং অনুষ্টুপ ছন্দে রচিত হয়েছে। এই সংক্ষিপ্ত কবিতাটি দশটি স্তবকে রচিত হয়েছে। এই কবিতাটি হলো প্রার্থনা। এই প্রার্থনা সকল জাতি, ধর্ম, বর্ণের মানুষ উচ্চারণ করতে পারে, এটি বিশেষ কোনো ধর্ম, জাতি বা বর্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়; এটি হলো সর্বজনীন প্রার্থনা। মানুষের ইচ্ছাকে সর্বদা ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ রাখার বা যুক্ত রাখার প্রচেষ্টাই হলো প্রার্থনা। এজন্যই প্রার্থনার একটি ব্যক্তিগত গুরুত্ব রয়েছে। 'প্রার্থনা' শব্দটি 'অর্থনা' শব্দের সঙ্গে 'প্র' উপসর্গ যোগে উদ্ভূত হয়েছে। 'অর্থনা' শব্দের অর্থ হলো 'আন্তরিকভাবে কিছু চাওয়া' আর 'প্র'-এর অর্থ হলো প্রকর্ষণা, যথাযথ। সকল প্রার্থনাতেই কিছু না কিছু চাওয়া হয়। আমরা ঈশ্বরের কাছে রূপ, জয়, যশ, কাম-ক্রোধাদি নাশ, শত্রুনাশ, ব্যাধি নাশ, ধর্ম, অর্থ, কাম, সৌভাগ্য, পরম সুখ, কল্যান, শ্রী বা ঐশ্বর্য, বল, বিদ্যা, মনোবৃত্তি অনুসারী পতি বা পত্নি চাই। এক কথায় আমাদের চাওয়ার শেষ নেই। আমরা নশ্বর অর্থাদি থেকে শুরু করে পরম সুখ তথা মোক্ষ রূপ পুরুষার্থও প্রার্থনা করি। এই রকম প্রার্থনাসূচক রচনা হলো স্তোত্র, স্তুতি বা হোম। দৈবদশকমের তৃতীয় স্তবকে তিনি আমাদের বস্তুগত চাহিদার উল্লেখ করেছেন। আমাদের চাওয়া ছোটো থেকেই বড়োতে উপনীত হয়, জাগতিক বা বস্তুগত থেকে আধ্যাত্মিকে অগ্রসর হয়। প্রথমেই মানুষ চায় বাঁচতে। বাঁচার উপকরণ হিসেবে অন্ন, বস্ত্র হলো তার প্রাথমিক চাহিদা। তার দেহভান্ড বিকশিত হলে তবেই তার মধ্যে ব্রহ্মান্ডের চেতনা জাগ্রত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৃষ্টিতে দেখলে মানুষের জৈবিক, সসীম প্রকৃতির মধ্যেই তার অসীম প্রকৃতির উৎপত্তি লক্ষ্য করা যায়। স্পষ্টতই আমরা লক্ষ্য করি যে তিনি আধ্যাত্মিক দিকটির সঙ্গে সঙ্গে জড়াত্মক দিকটিরও স্বীকৃতি দিয়েছেন। মানুষ যে কেবল আধ্যাত্মিক সত্তা নয়, তার যে একটি জড়ীয় প্রকৃতিও রয়েছে এ কথাটি তিনি কখনোই অস্বীকার করেন নি । তাই তিনি প্রকৃতই উপলব্ধি করেছিলেন যে মানুষের জড় প্রকৃতিকে অস্বীকার করে তার আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভব নয়। মানুষের বস্তুগত চাহিদাকে অস্বীকার করার অর্থ হলো প্রকৃত সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া । আর এর মাধ্যমে কখনোই মানুষের উন্নতি তথা মুক্তি সম্ভব নয়। ভারতের সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ এ বিষয়টি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। উপনিষদের বক্তব্যও হলো - অন্ন ব্রহ্ম তুল্য। অন্ন থেকেই প্রজা বা জীবের জন্ম হয়। অন্নতেই তারা বেঁচে থাকে, বিকশিত হয় আবার অন্তিমে অন্নতেই বিলীন হয়ে যায়। তাই সকল ভূতের মধ্যে অন্নকেই শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। এজন্যই ভারতীয় সত্যদ্রষ্টাগণ পুরুষার্থের বিবেচনায় মানুষের জৈবিক ও বস্তুগত চাহিদার কথাও উল্লেখ করেছেন। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ- এই চারটি পুরুষার্থের মধ্যে অর্থ ও কাম মানুষের জড়ীয় প্রকৃতির চাহিদার কথাই তুলে ধরে। অর্থ হলো মানুষের ধর্ম আচরণের এবং তার বস্তুগত সুখ লাভের একটি উপায়। ধর্ম আচরণ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য এবং বেঁচে থাকার জন্য আবশ্যিক উপাদান গুলি সংগ্রহের মাধ্যম। মানুষের শারীরিক এবং মানসিক চাহিদার পরিতৃপ্তি হলো কাম। অবশ্যই তা হলো ধর্ম সম্মত কাম। তাই মানুষের জড় প্রকৃতির অবসানের অর্থ হলো মানুষের সমগ্রতার অসম্পূর্ণতা। আর অসম্পূর্ণ মানুষ মোক্ষ লাভের পক্ষে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হতে পারেন না। এজন্যই মানুষ জাগতিক কামনা বাসনা তৃপ্তির পরই তার আধ্যাত্মিক পিপাসা তৃপ্তির জন্য সচেষ্ট হয়ে থাকে। ভারতীয় সংস্কৃতিতেও

তাই আমরা দেখি পুরুষার্থের পরিকল্পনায় ধর্ম, অর্থ, কাম চাওয়ার পর সব শেষে চাওয়া হয়েছে মোক্ষরূপ পরম পুরুষার্থকে। দৈবদশকম্ স্তোত্রও শুরু হয়েছে বস্তুগত সুখের প্রার্থনা দিয়ে আর সমাপ্তিতে তা উত্তীর্ণ হয়েছে কালাতীত বা সর্বকালীন সুখের প্রার্থনায়।

দৈব দশক স্তোত্রটি শুরু হয়েছে ঈশ্বরের আরাধনার মাধ্যমে। এখানে ঈশ্বরের আরাধনার সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলাচরণও সম্পন্ন হয়েছে। এখানে পরম সত্তা পরমেশ্বরেরই বন্দনা করা হয়েছে। স্তোত্রের তৃতীয় স্তবকে তিনি পরমেশ্বরের মহিমাকীর্তনে বলেছেন-

"Food and clothes and such other daily needs,
Providing us ever with no lapse,
You make our lives generously blessed
You alone are our sale Master."

যার অর্থ হলো হে প্রভু তুমি অন্ন, বস্ত্রের ন্যায় আবশ্যিক সামগ্রী দানের মাধ্যমে আমাদের রক্ষা করে ধন্য করেছ।

কিন্তু এই দৃশ্যমান নানাত্বের জগৎ হলো মায়া। জগতের নানাত্ব হলো অসত্য। এই অসত্য জগৎ আমাদের স্থায়ী সুখ দিতে পারে না। নানাত্ব আমাদের বিভ্রান্ত করে তোলে, উন্মাদ করে তোলে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই নানাত্বের জগতের স্রষ্টা হলেন সেই পরম সত্তা, তিনিই হলেন এই সমগ্র সৃষ্টি। জগতের উপাদান কারণও হলেন পরমেশ্বর আবার নিমিত্ত কারণও হলেন পরমেশ্বর। এমন কি যে মায়ার দ্বারা সৃষ্টি সম্ভবপর হয় তাও তিনিই। তাঁর থেকে ভিন্ন কোনো সত্তা নেই। তাই দৃশ্যমান এই জগৎ, যাকে মায়ার সাহায্যে পরমেশ্বর সৃষ্টি করেছেন, তার পৃথক কোনো সত্তা নেই। মায়া হলো ব্রহ্মেরই জগতভ্রম সৃষ্টিকারী বিচিত্র শক্তি । মায়া হলো সত্ত্ব:, রজো ও তমোগুণ বিশিষ্ট বা ত্রিগুণময়ী। মায়াই অপরকে সৎরূপে প্রতিভাত করায় ও জীবকে দুঃখ ভোগের অনুভব করায়। কিন্তু ব্রহ্ম ভিন্ন তার কোনো অস্তিত্ব নেই। তাই তিনিই হলেন মায়া। ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোনো সত্তা না থাকায় মায়ার উপভোগকারীও হলেন পরমেশ্বর। অদ্বৈত বেদান্তের মূল কথা হলো একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা। মায়া এবং জগত সত্য নয়, অনির্বচনীয় তথা মিথ্যা। একথাই তিনি ব্যক্ত করেছেন দ্বৈব দশকমের পঞ্চম স্তবকে।

"You are the creation, the creator too,
As also the myriad of created things."

আবার ষষ্ঠ স্তবকে তিনি বললেন-

"You indeed are maya,
The maker of it too,
As also the enjoyer thereof."

শ্রীমদভগবদগীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখেও আমরা একথা বলতে শুনি। তিনি বলেছেন যে, সকল ভূত, সমগ্র জগতের উৎপত্তি এবং প্রলয়ের কারণ হলেন স্বয়ং ঈশ্বর। জগতের উৎপত্তি তাঁর থেকে হয়, বিলয়ও তাতেই হয়। প্রকৃতির মধ্যেই উৎপত্তি এবং প্রলয়ের ঘটনা ঘটে থাকে; যিনি প্রকৃতির ঊর্ধ্বে উঠতে পারবেন তিনিই এটা অনুভব করতে পারবেন। সকল বস্তুতে সমত্ব দর্শন যার হবে তিনিই সেই অনুভূতি লাভ করতে পারবেন।

পঞ্চম স্তবকে তিনি আরও বলেন যে, এই সমগ্র সৃষ্টির যা উপাদান তাও সেই পরম সত্তা ভিন্ন আর কিছুই নয়। এই সমগ্র সৃষ্টি কেবল সেই এক পরম সত্তাই। আন্তর জগতে যে চেতনার প্রকাশ অনুভব করা যায় সেই একই চেতনা বাহ্য জগতেও প্রকাশিত রয়েছে, পার্থক্য তো কেবল মাত্রাগত; মাত্রার পর্দা সড়িয়ে নিলে উভয়ে (গুণগত দিক থেকে) একাকার হয়ে যায় এক পরম চেতনায়। অষ্টম স্তবকে তাই তাঁর প্রার্থনা -

"Filling totally both inside and outside,
Is the state of your grandeur?
That state we hail,
O God, Success is yours!"

সেই এক পরম সত্তা হলেন সত্য, জ্ঞান, আনন্দস্বরূপ। তিনি সৎ বা অস্তিত্ববান, তাঁর নিষেধ কখনোই সম্ভব হয় না। চেতনা নেই - একথা বলা কোনো চেতনার পক্ষেই সম্ভব নয়। এটা যেন ঠিক সেরকম হবে যে রাম নিজেই ঘরের মধ্যে থেকে বলছে 'রাম ঘরে নেই'। চেতনা যে নেই তা পরীক্ষা করে দেখতে গেলে কোনো না কোনো চেতনারই উপস্থিতি প্রয়োজন হয়ে পরে। তাই পরোক্ষভাবে চেতনার অনস্তিত্বই সিদ্ধ হয়।

আবার পরমেশ্বর হলেন জ্ঞানস্বরূপ। তিনি তমঃ বা অন্ধকারস্বরূপ নেন। পরম সত্তা হলেন পূর্ণ, তাঁর মধ্যে কোনো অপূর্ণতা নেই। তাই জ্ঞানাভাবও তাঁর মধ্যে নেই। উপনিষদেও পরম সত্তাকে সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আবার তিনি পূর্ণ হওয়ায় তাঁর মধ্যে আনন্দের অভাবও নেই, তাই তিনি হলেন আনন্দস্বরূপও। পরম সত্তা দুঃখস্বরূপ বা নিরানন্দস্বরূপ নন, তিনি হলেন আনন্দস্বরূপ। উপনিষদেও তাঁকে 'সচ্চিদানন্দ' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রী নারায়ণ গুরুও দৈব দশকমের সপ্তম স্তবকে সেরূপেই তাঁর প্রার্থনা করেছেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সকল কার্যের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে বোঝা যায় যে সব হলো কেবল প্রতীতি, তাকে শব্দের মাধ্যমে সঠিকভাবে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। সকল দৃশ্যবস্তু একরূপ হয়ে দৃকরূপী চিত্ত হয়ে ঈশ্বরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এমন কি প্রার্থনার বাণীও হলেন পরম সত্তা তথা পরমেশ্বর। এজগতে তাঁর থেকে ভিন্ন বা স্বতন্ত্র কোনো সত্তার না থাকায় তাঁকে বর্ণনা করার মতো বাণীও নেই; তিনি হলেন অনির্বচনীয়। বাণীর মাধ্যমে আমরা তাঁর যে অসম্পূর্ণ বর্ণনা করার চেষ্টা করি সেই প্রচেষ্টায় ব্যবহৃত বাণীও হলো শব্দরূপ ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর। শ্রী নারায়ণ গুরুর ভাষায়-

"Even this spoken world, well-considered,
Is nothing other than you?"

জগতে সর্ববস্তুতে সমত্ব দর্শন হলে সকল ভেদ অপসারিত হয় ও সকল দুখের অবসান ঘটে। যতক্ষণ নানাত্ব, নানাত্বের জগৎ, ততক্ষণই দুঃখ। সাধারণ মানুষ মোহগ্রস্থ হয়ে মায়ার বশবর্তী থেকে নানাত্বের জগতেই সীমাবদ্ধ থেকে যায় এবং জাগতিক চাহিদার সীমানাকে অতিক্রম করতে পারে না। কিন্তু যেই সে মায়ার কুয়াশার চাদড়কে চ্ছিন্ন করতে সক্ষম হয় সে অনুভব করে তার অন্তরে ও বাহ্য জগতে একই চেতনা প্রবাহিত হচ্ছে; এক চেতনার নদী হয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, বাতাস হয়ে বইছে, নক্ষত্ররাজির আলো হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে, সমগ্র প্রাণীকুলের হৃদয়ে স্পন্দিত হচ্ছে। এবিষয়ে তাঁর বন্দনা হলো-

"Like ocean, waves, wind and depth,
Are ourselves, maya, your glory and you.
Let me inwardly have
Such an awareness of this scheme."

এখানে সাগর ও তরঙ্গের উপমা জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্পর্ককে বোঝানোর জন্য প্রযুক্ত হয়েছে। এখানে তরঙ্গ, সাগর আর গভীরতার উল্লেখ করা হয়েছে এটা দেখানোর জন্য যে, ব্যষ্টি আর সমষ্টি একই তত্ত্বের মধ্যে সমাবিষ্ট রয়েছে। তরঙ্গ হলো ব্যষ্টি আর সাগর হলো সমষ্টি। 'আমরা' এই চেতনার উৎস হলো সেই জ্ঞান রাতে সবার নিজের সঙ্গে অভিন্ন হওয়ার বোধ হয়। মায়ার দ্বারা কল্পিত ভেদ-বুদ্ধিতে 'আমি', 'আমি' এরূপ পৃথক-পৃথক ভাবে ব্যবহার করার জ্ঞান হলো তরঙ্গের ন্যায় ব্যষ্টি। বেদান্তসার গ্রন্থে স্বামী সদানন্দ যোগীন্দ্র বলেছেন যে, ব্যষ্টিরূপ জ্ঞান হলো নিকৃষ্ট উপাধিযুক্ত মলিন সত্ত্ব প্রধান । ব্যষ্টি আর সমষ্টিতে সমানভাবে ব্যাপ্ত একই সত্য রয়েছে। গভীরতা যেমন তরঙ্গ আর সাগরে সমানভাবে ব্যাপ্ত রয়েছে তেমনই এক সর্বান্তর্যামী সূক্ষ্ম তত্ত্বরূপে ঈশ্বরকে মনে করতে হবে। গুরুদেব তাঁর অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ রচনায় একথা প্রকাশে বলেছেন যে, জগতের কোনো পৃথক সত্তা নেই।

"The world has no existence
Separable (from the primal Reality or atma).

তিনি সেখানে আরো বলেছেন যে, মৃত্তিকাতে থাকে অনেক ধূলিকণা আবার প্রত্যেকটি ধূলি করাতে থাকে সেই মৃত্তিকা; এর কোনো অন্যথা হয় না। তেমনভাবেই অভিন্ন হয়ে জড় চিত্তে বিলীন হয়ে যায়, চিত্ত বিলীন হয় শরীরে। গীতায়ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, সকল কিছুর মধ্যেই এক পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ করাই হলো যথার্থ জ্ঞান। এই সমত্ব বুদ্ধির দ্বারা সকল ভূতকে নিজের মধ্যে দেখা যাবে এবং পরে সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মারূপী ঈশ্বরের মধ্যে দেখা যাবে। এবং এই জ্ঞান আমাদের সমস্ত রকমের মোহ, দুঃখ থেকে মুক্ত করে। এই অদ্বৈতানুভূতির পরিণামে ব্যক্তির মন পরেমেশ্বরেই স্থির হয়ে যায়, সে এক অনাবিল শাশ্বত সুখ অনুভব করতে পারে, সেই পরম জ্যোতির আভায় নিজে স্নাত হতে পারে ও ঐ দিব্যজ্যোতিতেই লীন হয়ে যেতে পারে। এজন্যই শ্রী নারায়ণ গুরু দৈব দশকমের প্রারম্ভিক স্তবকে প্রার্থনা করেছেন যে, পরমেশ্বররূপী মাঝির পদরূপী তরীতে ভেসে দুঃখরূপ সংসারসাগর পার হতে হবে। এবং তার জন্য পরমেশ্বরের অপার করুণারাশি যেন আমাদের উপর বর্ষিত হয়।

"O God, keep watch on us here
From over there never
Letting loose your fast hold;
You are the captain of the steamer
For crossing the ocean of becoming,
None other than your feet."

এই দুঃখময় জগত থেকে মানুষকে উদ্ধার করার মতন একজনই রয়েছেন, আর তিনি হলেন পরমেশ্বর। তার কৃপা বা সাহায্য ছাড়া এই দুঃখময় পথ অতিক্রম করা সম্ভব নয়। তিনিই পারেন দুঃখময় অন্ধকার পথ অতিক্রম করে আলোয় সম্পূর্ণ সত্তাকে আলোকিত করে তুলতে। এর জন্য তার প্রতি অনাবিল ভক্তি রাখতে হবে। ভক্তিই হল মুক্তির পথ। উত্তাল দুঃখসাগরে বিক্ষুব্ধ মনকে পরিচালনা করার মতো নাবিক বা মাঝি ঈশ্বর ছাড়া আর কেই বা আছেন। আমাদের ইন্দ্রিয় গুলি আমাদের সর্বদাই বাহ্য বিষয়ের দিকে টেনে নিয়ে যায়। জড়বস্তুতে নিবিষ্ট মনে কখনোই দুঃখ থেকে মুক্ত থাকতে পারে না, কেননা জড়বস্তু হলো অনিত্য। অনিত্য বস্তু থেকে নিত্য সুখ লাভ সম্ভব নয়। তাই মন সর্বদাই ভুল পথে চালিত হতে পারে। এই কারণে আমাদের সমস্ত কিছু ত্যাগ করে সেই পরমেশ্বর শ্রীচরণে নিজেকে সপে দিতে হবে, তিনিই আমাদের

সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারবেন। অনুরূপ বক্তব্যই তিনি তাঁর অন্য একটি সংক্ষিপ্ত রচনায় তুলে ধরেছেন ।

"Your lotus feet alone
Are my final refuge"

গীতায়ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন যে, সমস্ত কিছু ত্যাগ করে ঈশ্বরের শরণ নাও, তিনি সমস্ত পাপ থেকে উদ্ধার করবেন।

অন্তিমে প্রার্থনা হলো আমরা সকলেই যেন দুঃখসাগরকে অতিক্রম করে নিত্য সুখের সন্ধান পাই, সেই অদ্বয় পরম চেতনায় নিজেকে যুক্ত করতে পারি। জড়বস্তুকে অবলম্বন করে যে সুখ লাভ হয় তা হলো ক্ষণিক, অনিত্য, সীমিত, দুঃখমিশ্রিত । আমাদের লক্ষ্য এই সুখ নয়। অনিত্য এই সুখ হৃদয়কে শীতল করতে পারে না, তা কিছু সময়ের জন্য চিত্তকে আকর্ষণ করে বটে। এমন কি আমাদের লক্ষ্য স্বর্গও নয়। স্বর্গসখও চিরকালীন নয়, তারও ক্ষয় আছে। পুণ্য শেষ হয়ে গেলে স্বর্গসুখভোগেরও অবসান ঘটে। আমাদের লক্ষ্য হলো একমাত্র নিত্য সুখ, যা আছে একমাত্র পরমেশ্বরের কাছে। আবরণ বিহীন মুক্তিই হলো নিত্য। আমাদের ঐ অক্ষয় নিত্যনির্বাণকে লাভ করতে হবে। আত্মজ্ঞানের সংকুচিত ভাব তথা নানা শরীর বোধের কারণে সুখ অনিত্য তথা এলোমেলো হয়ে থাকে । যখন সবকিছু ঈশ্বরের মহিমায় লীন হয়ে যায় তখন আর অহং, আমার, তুমি, তোমার আদি ভাবনা থাকে না। এই পরম জ্ঞান লাভ হলে সময়, দেশ, নাম, রূপ এইসব বিলুপ্ত হয়ে যায় আর শুদ্ধ আনন্দ মাত্র অবশিষ্ট থাকে। তাই গুরুদেবের প্রার্থনা হলো-

"In the deep ocean of your Glory
Let us all become immersed;
There to dwell, dwell for ever
In Felicity Supreme!"

এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে শ্রী নারায়ণ গুরুর দৈব দশকম্ স্তোত্রটিতে হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে পরমেশ্বরের কাছে যে প্রার্থনা করা হয়েছে তাতে বস্তুগত কামনা থেকে আধ্যাত্মিক কামনায় উত্তরণ ঘটেছে। আর এই প্রার্থনা হলো মানবমাত্রের প্রার্থনা, কোনো নির্দিষ্ট জাতি, ধর্ম বা বর্ণের মানুষের প্রার্থনা নয়। এবং এই স্তোত্রটিতে উপনিষদ তথা বেদান্তের অদ্বৈতত্ত্বকে খুব সুন্দর ও সহজভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এখানে কামনা করা হয়েছে যে ঈশ্বর আমাদেরকে নশ্বর প্রপঞ্চের বৈচিত্রের মধ্যে পড়ে দুঃখ ভোগ করা থেকে উদ্ধার করবেন। মানুষ এক পরম তত্ত্বকে, চেতনাকে অনুভব করে এই বৈচিত্রের উর্ধে উঠে পরম চেতনার সঙ্গে নিজ চেতনাকে যুক্ত করতে পারবে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

1. Gopinathan, Prof. G., Shree Narayana Guru Adhyatmik Kranti Ke Agradut,Gyan Ganga, Delhi, First Edition, 2019.
2. Lal, Basant Kumar, Samkalin Bhartiya Darshan, Motilal Banarsidas, Delhi, First Edition 1991.
3. Prasad, Swami Muni Narayana, Narayana Guru Complete Works, National Book Trust, India, First Edition, 2006.
4. Prasad, Swami Muni Narayana, Shorter Philosophical Poems of Shree Narayana Guru, D.K. Print world (P) Ltd., New Delhi, 2010.
5. Prasad, Swami Muni Narayana, The Philosophy of Shree Narayana Guru, D.K. Print world (P) Ltd., New Delhi, 2003.
6. Radhadevi, Swamini Krishnamayi, Bhagvan Dasak, Narayana Gurukula Foundation, Thiruvananthapuram, Revised Edition 2019.
7. Sobhana. Dr. Amma, S., Geethanmony. Dr. Sreelatha, K., Dr. Bindu, R., Dr. R., Daivadasakam, Parimal Publications, Delhi, First Edition, 2018.
8. মজুমদার, বাপী, শ্রী নারায়ণ গুরুর দর্শন: একটি সংক্ষিপ্ত পরিক্রমা, এভেনেল প্রেস, মেমারী, ২০২১।
9. স্বামী অমৃতত্বানন্দ (অনুবাদক), বেদান্তসার: উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ২০০৩।
10. স্বামী অড়গড়ানন্দ, যথার্থ গীতা, শ্রী পরমহংস স্বামী অড়গড়ানন্দজী আশ্রম ট্রাস্ট, বোম্বাই, ২০২০।
11. স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত, উপনিষদ গ্রন্থাবলী (প্রথম খন্ড), তৈত্তিরীয়োপনিষদ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১৭।
12.স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত, উপনিষদ গ্রন্থাবলী (প্রথম খন্ড), তৈত্তিরীয়োপনিষদ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১৭।